ছাত্রসংসদে নির্বাচন ও বিরাজনৈতিকীকরণের প্রভাব

- ব্রি. জে. মো. জাহেদুর রহমান (অব.)

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদলের ভরাডুবি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবিরের নেতৃত্বাধীন জোট বিজয়ী হয়েছে। ছাত্রদল কারচুপিসহ নানা অভিযোগে নির্বাচন বর্জন করেছে। দুটি নির্বাচনে ছাত্রদলের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি বেশ কিছু পদ লাভের প্রত্যাশা ছিল।

ছাত্রদলের এই বিপর্যয়ে অনেকগুলো প্রশ্নের উদয় হয়েছে।

ছাত্রদলের কৌশল, প্রস্তুতি, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে

গ্রহণযোগ্যতা যেমন বিশ্লেষণের দাবি রাখে, তেমনি এই ফলাফল

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত বহন করে কি না, সেটিও

বিবেচনার বিষয়।

ফ্যাসিস্ট সরকারবিরোধী আন্দোলনের বেশ আগে থেকেই সাধারণ জনগণের মাঝে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রচলিত রাজনৈতিক ধারা, সংস্কৃতি ও চর্চার বিরুদ্ধে অবস্থান দৃশ্যমান হতে শুরু করে। পতিত সরকারের পলায়নের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক দৃশ্যপট স্পষ্ট হয়।

সেকেলে রাজনীতির ধারা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাংগঠনিক চর্চা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নিপীড়ন ও নিবর্তনমূলক সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার তাড়না সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রবলভাবে অনুভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আওয়ামী লীগ এমনভাবে অপব্যবহার করেছে যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এর আবেদন অপ্রাসঙ্গিক না হলেও দুর্বল হয়ে পড়েছে। একইভাবে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের ক্ষেত্রেও ছাত্র-ছাত্রীদের বিপরীত অবস্থান লক্ষণীয় ছিল। এই বিষয়গুলো শিবির নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং বহুমুখী কৌশল অবলম্বন করে।

ঠিক এই জায়গাটিতে ছাত্রদল সার্বিক পরিস্থিতি বুঝতে ব্যর্থ হয় কিংবা যতটুকু অনুধাবন করেছে, ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। কিন্তু কেন?

মাঠ পর্যায়ে যেটি ঘটেছে, দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের অনুপস্থিতির কারণে শিবির নিজ পরিচয় গোপন রেখে নানাভাবে তৎপর থেকেছে। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এবং ধর্মীয় প্রচারণায় বিরত থেকে সাধারণ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য অবস্থান তৈরি করে। এর বিপরীতে ছাত্রদল পুরনো ধারার রাজনীতি বহাল রাখে। শিবির পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদলকে ছাত্রলীগের মতো অজনপ্রিয় করা এবং নানা ধরনের ট্যাগ দিতে তৎপর থাকে।

ধারণা দেওয়া হয় যে পরবর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে বিএনপি অতিবিশ্বাসী, যেটি ছাত্রদলের মাঝেও সঞ্চারিত হয়েছে। এই ট্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে সৎ এবং জোরালো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ছাত্রদল ট্যাগ মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি। আরেকটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে বিএনপির কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে সঠিক সময়ে সঠিক

নির্দেশনাটি পৌঁছায়নি অথবা কেন্দ্র জাতীয় পর্যায়ে সংস্কারসংক্রান্ত বিষয়ে এতটাই মনোনিবেশ করেছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'ফোকাসে' ছিল না, যে কারণে খুব স্বল্প প্রস্তুতি নিয়ে ছাত্রদল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। দেরিতে প্যানেল ঘোষণার কারণে প্রস্তুতি যেমন অসম্পূর্ণ ছিল, তেমনি প্রচারণার গতিও শুরুতে ধীর ছিল। অন্যদিকে দীর্ঘ এক বছর শিবির প্রস্তুতি নিয়েছে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করার জন্য।

একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে দীর্ঘদিন ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির কারণে বিএনপির মতাদর্শ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রচার হয়নি। এমনকি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতারা কোনো মতাদর্শ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের অংশ হিসেবে শিবির নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার থেকে সচেতনভাবে বিরত থেকেছে। শিবিরের ইন্ধনে 'সাধারণ ছাত্রবৃন্দ' ছাত্রদল কর্তৃক ঘোষিত হল কমিটি বাস্তবায়নে বাধা দেয়। শিবিরের উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের শূন্যতা সৃষ্টি করা এবং এই মধ্যবর্তী সময়ে কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে শিবির সফল হয়েছে। ভবিষ্যতে শিবির অবশ্যই অতি ধীরক্রিয়ার মতো নিজ মতাদর্শ প্রচার করবে। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও শিবির অন্তর্ভুক্তিমূলক ধারা ও নমনীয়তা অব্যাহত রাখে। তাদের প্রার্থী তালিকায় সংখ্যালঘু গোত্রের শর্বমিত্র চাকমা কিংবা 'হিজাবধারী না' এই বিবেচনায় ফাতেমা তাসনিম জুমাকে অন্তর্ভুক্ত করা সেই কৌশলের অংশ।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল তাদের কৌশলগত বিশৃঙ্খলা। ছাত্রদলের প্রার্থী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছাত্রনেতাদের ব্যক্তি ইমেজ ইতিবাচক ছিল, কিন্তু এই বিষয়টি তারা ভোটব্যাংকের কাছে যথার্থরূপে উপস্থাপন করতে অসফল হয়। অন্যদিকে প্রার্থী তালিকায় বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি শিবির ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েমকে বিতর্ক বা ফোকাসের বাইরে রাখে। তারা জেনারেল সেক্রেটারি পদপ্রার্থী বাগ্মী এস এম ফরহাদকে গণসংযোগ ও প্রচারণার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে উপস্থাপন করে। ছাত্রদলের নেতারা, যাঁরা প্রার্থিতা পাননি, তাঁরা নিজ প্রার্থীদের পক্ষে আন্তরিক ও সর্বান্তঃকরণ প্রচারণায় বিরত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দল ছাত্রদলের নিজ ভোটব্যাংক বিভক্তকরণে অবদান রেখেছে। এই বিভক্তি ছাত্রদলকে দুর্বল করেছে। শিবিরের প্রার্থী কর্তৃক বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান সম্পর্কে

কটূক্তি এবং আরেক প্রার্থী কর্তৃক নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ছাত্রদল সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেটজগতে ছাত্রদলের দুর্বল উপস্থিতির কারণেও এই বিষয়গুলো নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়।

ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে একটি আঁতাত এই নির্বাচনে স্পষ্ট হয়েছে। শিবিরের কর্মীরা আওয়ামী দুঃশাসনের সময়ে রাজনৈতিক পরিচয় গোপন করে ছাত্রলীগের সঙ্গে কাজ করেছে। ফলে তাদের মধ্যকার সহজ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ডাকসু নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে বলে বিশ্লেষণ আছে। এ ছাড়া জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পরে বিএনপির বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং কিছু পত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্রমাগত বয়ান তৈরি করা হয়। এই বয়ানের নেতিবাচক প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রচ্ছন্নভাবে শিবিরকে সহায়তা করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রার্থী বারবার অভিযোগ করার পরও দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে ছাত্ররাজনীতি কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান হয়েছে? আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন জাতীয় পর্যায়ে কি প্রভাব ফেলতে পারে?

ছাত্ররাজনীতির ক্ষেত্রে অশনিসংকেত হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক মতাদর্শের শূন্যতা। বাম, মধ্যবাম, মধ্যডান কিংবা ডান মতাদর্শধারী রাজনৈতিক দলগুলোর অনুপস্থিতিতে উগ্র বাম কিংবা উগ্র ডানপন্থী রাজনীতির অনুপ্রবেশের আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনগুলো সারা দেশের জনমতের প্রতিফলন করছে না। এটি একটি খণ্ডিত চিত্র। তবে কখনো কখনো খণ্ডিত চিত্র ভবিষ্যতের আভাস দেয়। দেশের রাজনীতি কোন পথে যেতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক বার্তা বহন করে। দলীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন এবং জনগণের জন্য সঠিক বয়ান যদি তৈরি না করা হয়, তাহলে কোনো কোনো বৃহৎ রাজনৈতিক দলের জন্য নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া মসৃণ হবে না।

লেখক : সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ফাউন্ডেশন ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ